বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
কৃষি মন্ত্রণালয়

জয়দেবপুর, গাজীপুর- ১৭০১
www.sca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-১৮ খিষ্টাব্দ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

কৃষি মন্ত্রণালয়

জয়দেবপুর, গাজীপুর- ১৭০১

www.sca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সম্পাদনা পরিষদ

- কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাস, পরিচালক
- কৃষিবিদ এস এম ফজলুল করিম ছানী, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
- কৃষিবিদ ড. মো. আতাউর রহমান হাওলাদার, অতিরিক্ত পরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং)
- কৃষিবিদ ড. আব্দুল আউয়াল মিয়া, উপপরিচালক (প্রশাসন)
- কৃষিবিদ মো. হাসান কবীর, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
- কৃষিবিদ মো. শহীদুল ইসলাম খান, প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ, কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার
- কৃষিবিদ মো. নূরুল আমীন পাটওয়ারী, উপপরিচালক (মাঠ প্রশাসন)
- কৃষিবিদ ড. শুকদেব কুমার দাস, প্রকল্প পরিচালক (বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প)
- কৃষিবিদ ড. মো. জাকির হোসেন, উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ)
- কৃষিবিদ রওশন আরা বেগম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (সিড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ)
- কৃষিবিদ ড. মো. হাসানুল কবীর কামালী, সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার
- কৃষিবিদ হাফছা খাতুন, অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
- কৃষিবিদ আমিনা বেগম, অতিরিক্ত উপপরিচালক (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং)
- কৃষিবিদ মো. আজাদ হোসেন, পাবলিকেশন অফিসার

প্রকাশনায়

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

কৃষি মন্ত্রণালয়, গাজীপুর- ১৭০১

ফোন : ৮৮-০২-৪৯২৭২২০০

ই-মেইল : dir.sca.gov.bd@gmail.com

ওয়েবসাইট ঃ www.sca.gov.bd

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৫০০ কপি

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ

মুদ্রণে ঃ কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা

অবতারণিকা

দেশে কৃষিবীজের উচ্চমান নিশ্চিতকরণ ও বীজের মাননিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধি প্রয়োগকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৪ সনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নতি, মাথাপিছু আয় ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফসলের উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ কৃষকের নিকট সহজে ও দক্ষতার সাথে পৌছে দেয়া, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অব্যাহত ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩, বীজ বিধিমালা ১৯৯৮, বীজ আইন ২০১৮ এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে এ সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত নোটিফাইড ফসলের প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, বীজের নমুনা পরীক্ষণ ছাড়াও চাষিদের সংরক্ষিত বীজ, মার্কেট মনিটরিং কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত বীজ এবং আমদানিকৃত বীজের মান পরীক্ষা করে থাকে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড জাতের ডিইউএস (Distinctness, Uniformity & Stability) এবং ভিসিইউ (Value for Cultivation and Uses) টেস্ট সম্পাদন এবং হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় করে। এ সকল পরীক্ষার ফলাফল নতুন জাত ছাড়করণ ও নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন, বীজ শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিএডিসি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ ডিলার, বীজ কোম্পানি, এনজিও এবং বীজ উৎপাদনকারী কৃষকগণকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এ সকল সেবা প্রদান করে থাকে।

সংস্থার প্রধান কার্যালয় গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে International Seed Testing Association (ISTA) এর সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, DNA Finger Printing প্রযুক্তির সুবিধাসহ ১টি জাত পরীক্ষাগার ও ১টি কন্ট্রোল খামার আছে।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে মাত্র ২০-২২% মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর ভৌত অবকাঠামো ও জনবল কিছুটা বৃদ্ধি করা হলেও চাহিদা ও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল ছিল। তাই মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করাসহ বীজ গবেষণা, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে পূনর্গঠন ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে অত্র সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে জনবল ২২৩ থেকে ৫৬৯ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং প্রতিটি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও এ সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে এ সংস্থার ২০১৭-১৮ বর্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি বীজ শিল্পের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপকারে আসলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সচেতন পাঠক মহলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ পেলে প্রতিবেদনের মান ভবিষ্যতে আরও পরিশীলিত হবে। দেশের স্থায়ী পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সকলের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যথাসময়ে কৃষকের চাহিদামতো উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষিবিদ কিংকর চন্দ্র দাস
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

পটভূমি

বীজের প্রত্যয়ন প্রদান ও বীজের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২২ জানুয়ারি ১৯৭৪ বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ এর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি নামকরণ করা হয়। নোটিফাইড ফসল যথা- ধান, গম, পাট, আলু, আখ, কেনাফ ও মেস্তা এর সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত বীজের প্রত্যয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণে এ সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবিত জাতের গুণগত মান যাচাই এবং উৎপাদিত বীজের উৎকর্ষতা নিরূপণ করত বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ বা সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির উপর অর্পিত হয়। দেশে কৃষি ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন থেকে শুরু করে মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লংঙ্ঘকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত সংস্থাটির কার্যক্রম সম্প্রসারিত।

বাংলাদেশের বীজ শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ (১৯৮৫-৯০) পর্যন্ত এ সংস্থার দায়িত্ব ছিল কেবলমাত্র সরকারি পর্যায়ে (বিএডিসির মাধ্যমে) উৎপাদিত নোটিফাইড ফসলের বীজ প্রত্যয়ন করা। পরবর্তীতে বীজ শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত নোটিফাইড ফসলের বীজও প্রত্যয়নের আওতায় আনা হয়। বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ তে অন্যান্য নিবন্ধিত জাতের প্রত্যয়নও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রত্যয়নকৃত বীজের মানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে প্যাকেট/বস্তায় প্রত্যয়ন ট্যাগ লাগানোর পূর্বেই সরেজমিনে বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন এবং পরীক্ষাগারে বীজের মান পরীক্ষা করে থাকে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এসব কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে।

দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় বীজ নীতি, ১৯৯৩ তে বেসরকারি খাতকে বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে উৎপাদিত বীজের প্রত্যয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণের বিধান রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি তাদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে আসছে। বীজের উচ্চমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে বীজ ফসলের মানসম্পন্ন মাঠের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে এবং প্রত্যয়নপ্রাপ্ত মাঠ হতে সংগৃহীত বীজ নমুনার গুণাগুণ সরকারি বীজ পরীক্ষাগারে অনুমোদিত মানের হলে ওই বীজের জন্য ট্যাগ ইস্যু করে। এছাড়াও চাষি পর্যায়ে উৎপাদিত বীজ, আমদানিকৃত বীজ ও মার্কেট মনিটরিং এর আওতাধীন বিভিন্ন বীজ এ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরীক্ষা করে ফলাফল প্রদান করা হচ্ছে।

এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে অচিরেই দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে উঠবে, বীজের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, দেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে এবং দেশ কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এক নজরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

রূপকল্প : মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা ।

অভিলক্ষ্য : উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

স্থাপিত	: জানুয়ারি ১৯৭৪
মোট জমির পরিমাণ	: ১৭.৫৬ একর
অফিস ক্যাম্পাস	: ৫.৫৬ একর
কন্ট্রোল ফার্ম	: ১২.০০ একর
ভবন (সদর দপ্তর)	: ৪টি (প্রশাসনিক ভবন, বীজ পরীক্ষাগার, জাত পরীক্ষাগার ও ডরমিটরি)
আবাসিক কোয়ার্টার	: ১১টি
কারিগরি উইং সমূহ	: ৩টি (প্রশাসন ও অর্থ উইং, মাঠ প্রশাসন,পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং এবং সিড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং)
কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার	: ১টি
আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস	: ৭টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট)
আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার	: ৭টি - ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী (ঈশ্বরদী), রংপুর, খুলনা, বরিশাল (পটুয়াখালী) ও সিলেট
জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস	: ৬৪টি
যানবাহন	: জিপ-৬টি, পিকআপ-৪টি, মিনিবাস-১টি, ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার-২টি, মোটরসাইকেল-৩০টি
জাত পরীক্ষাগার	: ০১টি, গাজীপুর

জনবলের তথ্য (৩১ মে ২০১৯ পর্যন্ত)

	অনুমোদিত	বিদ্যমান
প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা (২ থেকে ৯ গ্রেড)	২৫২	১০৩
দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা (১০ গ্রেড)	০১	০০
তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী (১১ থেকে ১৬ গ্রেড)	১৪০	৮৪
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (১৮ থেকে ২০ গ্রেড)	১৭৬	১২৬
সর্বমোট =	৫৬৯	৩১৩

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সাংগঠনিক কাঠামো

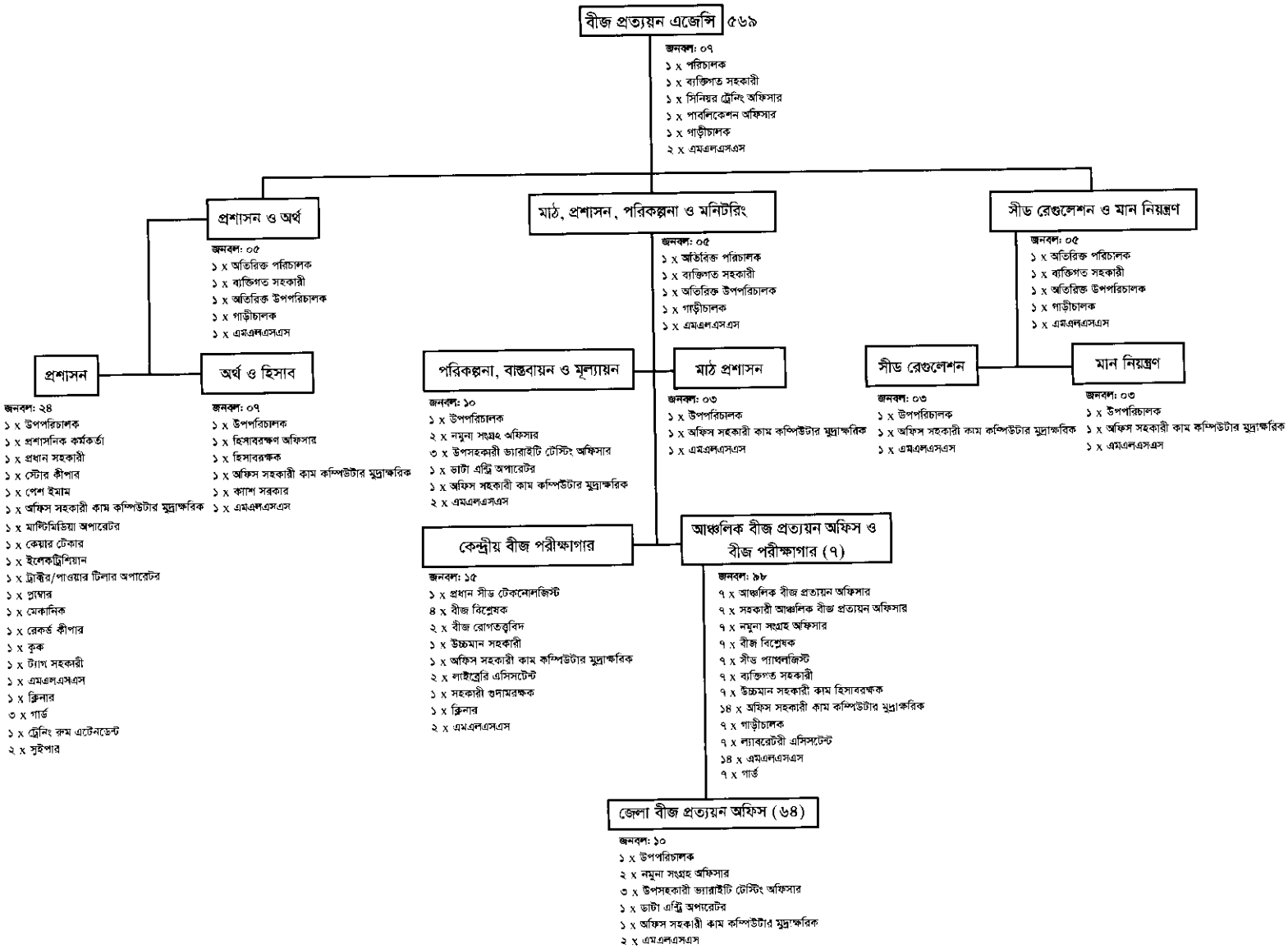

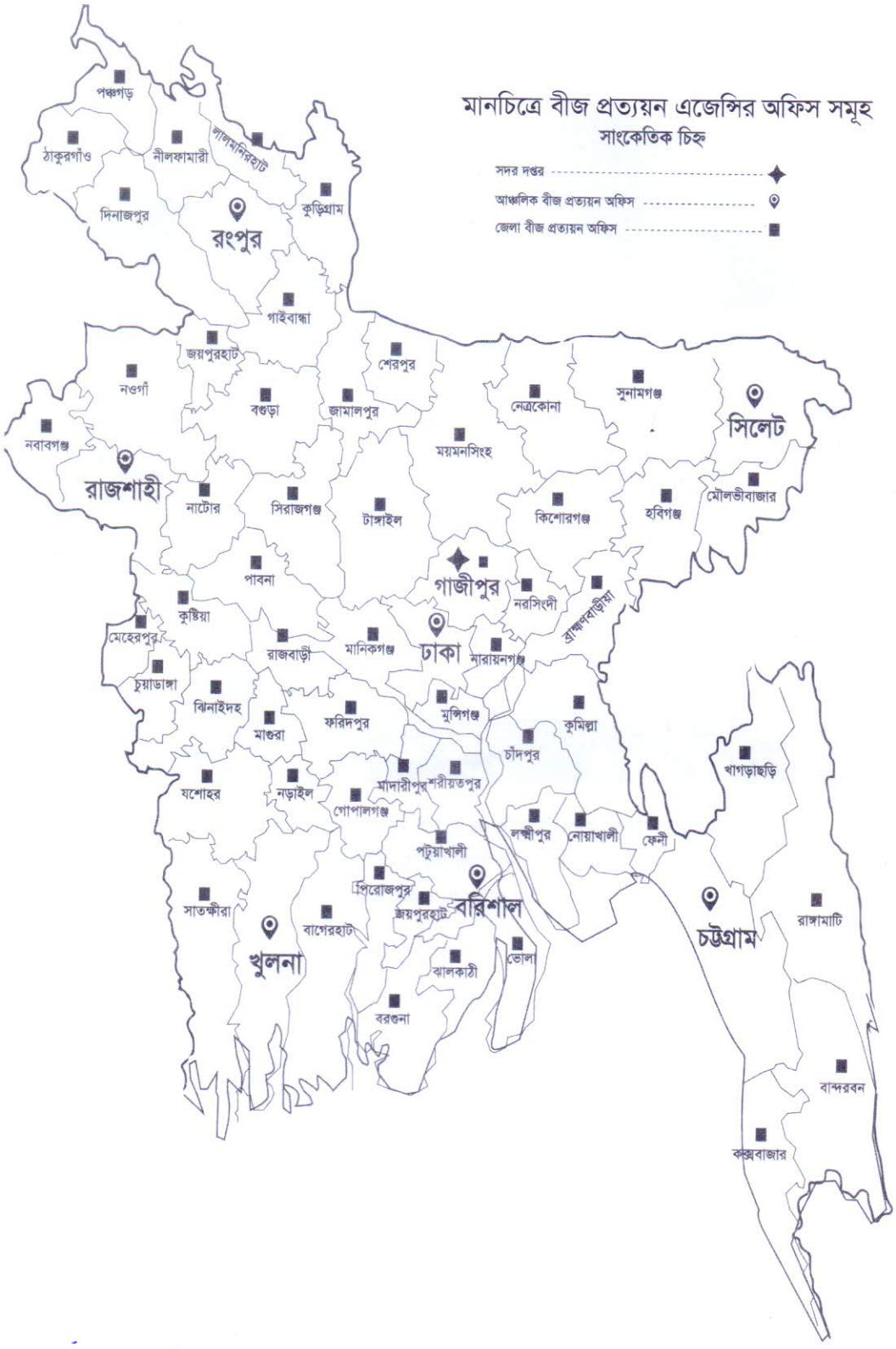

মানচিত্রে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির অফিস সমূহ

জাতীয় পর্যায়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অনন্য সাফল্য

কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধ করণ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক' কাজের ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ০১ মার্চ ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ গ্রহণ করছেন কৃষিবিদ শেখ মোঃ মুজাহিদ নোমানী, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, এসসিএ, জামালপুর।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির উইং ওয়ারি কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচালক (গ্রেড: ২) সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন অন্যান্য কর্মকর্তা। বর্তমানে এ সংস্থায় মোট ৫৬৯টি পদের মধ্যে ৩১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। প্রথম শ্রেণির ২৫২টি পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ১০৩ জন কর্মকর্তা। অত্র সংস্থায় ৩টি উইং রয়েছে-

ক. প্রশাসন ও অর্থ উইং

খ. মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

গ. সিড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং।